শ্রীশ্রীবাণী
প্রসাদাৎ।

এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনয়ার্থ

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত

নূতন গীতিনাট্য

(আমোদ-প্রমোদ।)

"* * * গাব গীত খুলি হৃদি-দ্বার—
মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার।"
ঋষিকবি সুরেন্দ্রনাথ।

২০ নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীনিমাইচরণ বসু কর্ত্তৃত প্রকাশিত।

কলিকাতা,

২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীতারিণীচরণ আস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৯ সাল।

গীতি-নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।
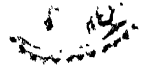
আমোদলাল প্রমোদলাল }	...	কাশ্মীররাজের যমজ পুত্রদ্বয়।
আদর ...	...	লীলার শিশুভ্রাতা।

কামদেব, বসন্ত, মলয়।

যমদূতগণ।

স্ত্রীগণ।

লীলা	...	...	গন্ধর্ব্ব কন্যা।
ললিতা	...	...	আমোদলালের স্ত্রী
অপ্সরীগণ	...	...	লীলার সহচরী।

উপহার।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ বসু

মহাশয় করকমলেষু—

কাব্যামোদী মহোদয়!

আপনি ভালবাসিতে—ভালবাসাইতে জানেন—জানি—ভালবাসিয়াছেন ও ভালবাসাইয়াছেন—এ দীনের এই ভালবাসার ক্ষুদ্র নিদর্শনখানি গ্রহণ করুন।

সন ১২৯৯ সাল।
১৩ই চৈত্র।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র।

প্রস্তাবনা।
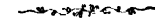
নন্দন কানন।

(কামদেব, বসন্ত ও মলয়া উপস্থিত।)

গীত।

কামদেব।—কাম নাম মম, ধাম ধরণী পর—
নরনারী হৃদয় নলিনে।
ফুটন্ত যেথা কলি, জাগন্ত যেথা অলি,
সেথা ভাল বাসাতে হাসাতে আসি,
কাঁদাইতে আসিনে॥
ফুলে অলি ঢালে প্রাণ,
ফুটে উঠে ফুলকলি দেয় প্রতিদান,
চায় ফুলবাণ বুকে পায়—কভু না চাহিলে হানিনে॥

বসন্ত।—আমি বসন্ত ভালবাসি তাই,
আবেগে উল্লাসে আশে আবেশে জাগাই;

মলয়া—আমি মলয়া বহাই,
কুহরিত পিকমুখে পিরীতি বিলাই;

সকলে।—সদা জীবন্ত অনুরাগে, ঘুমন্ত প্রেম জাগে,
প্রাণে প্রাণে মিলাতে কামনা করি,—
দাগা দিতে জানিনে॥

আমোদ-প্রমোদ

গীতিনাট্য।

প্রথম অঙ্ক।

(দৃশ্য।)

(হিমালয় পর্ব্বতের উপত্যকা প্রদেশ।)

[গন্ধর্ব্বরাজের বিরাম বাটিকা ও তৎসংলগ্ন উদ্যান।]

[গবাক্ষে লীলা দণ্ডায়মানা।]

(পাখীহস্তে লীলার গীত।)

সোণামুখী পাখীটী আমার।
সুখে দুখে সাথিটী আশার নিরাশার॥
পাখা দুটী বিছাইয়ে,
ওড়ো তো উধাও হোয়ে,
বোলো তাঁরে আমি যাঁরে জানি আপনার।
নীরব সে-বীণা-বিনা এ-বীণার তার॥

(হস্ত হইতে পাখীর উড়িয়া যাওন।)

লীলা। (স্বগতঃ) পাখী আমার যাবে—তাঁর হাতে গিয়ে বোস্‌বে—মুখের পানে চেয়ে নীরবে যেন কত কথাই কবে।

তার পর তিনি বুঝ্‌বেন্, আমার প্রাণে যে তাঁর দারুণ অভাব হোয়ে পোড়েছে, তা বুঝ্‌তে পেরে তবে দেখা দিতে আস্‌বেন। অন্য দিন আস্‌তে এতো দেরি হোলে—মন একটু একটু উচাটন হয়—আজ্ যেন এলে বাঁচি! প্রাণের বোঝা নামিয়ে বাঁচি। এ আবার কি জ্বালা হোল? আমাদের এ সরল ভালবাসায়—অপরে কেন বাদ সাধ্‌তে চায়? আমার ভালবাসা—আমার আদর পাবার জন্যে আমি যাকে চাই না—সে কেন চায়?

[অপ্সরীগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ।]

ও সে ভালবাসে যদি তবে বলে না কেন—
মুখ ফুটে বলে না কেন?
ভাসা ভাসা ভালবাসা স'য়ো না যেন
আহা সই! স'য়ো না যেন॥
দেখাও দেখ সে প্রাণ,　　লও কর প্রেম দান,
চেনা দিয়ে চিনে লও চতুরে হেন।
চিত চোর চতুরে হেন॥

লীলা। ও সই কার কথা বল্‌ছিস্? কে চতুর মুখ ফুটে বলে না? আমার তিনি তো চতুর নন্! আমার তিনি যে প্রেমিকের শিরোমণি, পুরুষের মধ্যে পরেশ রতন!

১মা অপ্সরী। আহা! তিনি কেন সই? তিনি কেন সই? যিনি তোমার এই নূতন ফাঁদে পা দিয়েছেন। তিনি নন্, কিন্তু তাঁর যমজ ভাই তো বটে!

লীলা। ভাই বটে সই! কিন্তু আমার ইনি এখনও ছাই চাপা আগুন, আর ওঁর আগুন নিবো নিবো প্রায়। না হোলে একেবারে অমন দপ কোরে জ্বোলে উঠ্‌বে কেন? ও জ্বলা যে

নিবন্ত আগুণের জ্বলা ! ও নিবন্ত আগুণের কাছে গিয়ে, আমি কি আমার এ জ্বলন্ত ভালবাসার দীপটী নিবিয়ে ফেল্‌বো ? সই ! ও কথা আমি যত না শুনি, ততই ভাল, আমায় আর কোন পুরুষ ভালবাসে শুনলে গা যেন জ্বালা করে।

২য়া অপ্সরী। ও কথা তো নয় সই ! ভাসা ভাসা ভালবাসার আঁচ যে আমরা পেয়েছি। আদরের হাত দিয়ে তোমার নবীন নাগরের ফুলের তোড়া পাঠানোর কথা যে আমরা শুনেছি !

লীলা। ও সই ! শুনেছ ? আর বুঝেছ বুঝি যে আমি কাউকে বলা না—কওয়া না সেই নবীন নাগরের বাঁয়ে গিয়ে বোসে পোড়েছি ?

৩য়া অপ্সরী। তাই তো বুঝেছি ! তোমার নাগরেতে আর ওঁতে যমজ ভাই তো বটে—অবিশ্যি তোমার মন্‌টা এখন দুনৌকোয় পা দিয়েছে। একবার ভাবছো, আমার প্রমোদ-লালটী বেশ শিষ্টশান্ত ভাল মানুষটীর মত, মিষ্টি মিষ্টি কথা কয়—ভালবাস্‌তে গেলে গা এলিয়ে বসে। আবার ভাব্‌ছো—এ আমোদলালটীও তো কম সুশ্রী নয় ! কম ভাল বাস্‌তে জানে না ! তবে কি না বীর পুরুষ ! মিষ্টি কথার ধার ধাবে না, গা এলিয়েও ভাল বাস্‌তে জানে না ! তাই বোল্‌ছি সই ! তোমার হোয়েছে এখন উভয় শঙ্কট !

লীলা। আমার ভালবাসা শঙ্কটের ধার দিয়েও যায় না। আমার প্রাণ আমার—অপরের নয় ! আমি যাকে চাই—সে আমার—অপরের নয় ! আমার আমি আর কোন দিকে যায় না—আর কোন দিকে চায় না। আমি যাঁর তাঁরও চক্ষু আর কারও পানে চায় না। উঠ্‌তে বোস্‌তে আমাদের প্রাণে প্রাণে

চাওয়াচাউই চলে—সে চাউনির সাম্‌নে থেকে আমি আর কার পানে চাইবো সই !

১মা অপ্সরা। তুমি কি আর সহজে চাইবে সই! তার চায়বার ক্ষমতা থাকে তো সে তোমায় চাইয়ে নেবে। বলে—

চাইতে পারি চাউনি ভারি আড় নয়নে চাই।
ডাগর ডাগর চোক দুটি নে চাইতে আসি তাই॥

লীলা। ও চাউনিতে মন ভেজে না সই! আমার পানে চাইতে হ'লে চাউনি শিখ্‌তে হবে। আমি যাঁকে ভালবেসেছি তাঁকে ভালবাসার চাউনি চাইতে শিখিয়েছি—তবে ছেড়েছি।

৩য়া অপ্সরা। বটে! বটে সই! তা বেস্!

(অপ্সরাগণের গীত।)

আহা মরি মরি! বেস্ তো ভাল বেসেছো।
বেস্ বেস্ বেস্ বশ কোরেছ,
বাস্‌তে ভাল শিখিয়েছো॥
দুটি দুটির পানে চাও,
মুখভরা হাস বুকভরা প্রেম নিতুই নূতন পাও ;
বেস্ বেস্ বেস্ বেস্ মিশেছো,
প্রেম-পিয়াসা মিটিয়েছো॥

[অপ্সরীগণের গাইতে গাইতে প্রস্থান।

লীলা। (স্বগতঃ) আস্‌ছেন্ না কেন? অন্য দিন আস্‌তে তো এতো দেরি হয় না! পাখী বুঝি যায় নি? না--পাখী তো আমার তেমন নয়! পাখীও যে তাঁকে ভালবেসেছে—পাখীও যে তাঁর কাছে যেতে পাল্লে বাঁচে! সে গেছে—হাতে

বোসেছে—মুখপানে চেয়ে আছে! তিনি হয় তো আস্‌তে চাচ্চেন না। না—তাও তো নয়! পাখী গেলে তিনি যে ,সহস্র কর্ম্ম ত্যাগ কোরে ছুটে আসেন্! তবে বুঝি পথে কোথাও আটক পোড়েছেন! না, - তাও তো নয়—প্রেমিকের পথ্ তো কেউ আট্‌কায় না। সরল প্রেমের যে সাধনা করে—তার জন্যে পাহাড় বিদীর্ণ হোয়ে পথ দেয়, নদী শুষ্ক হোয়ে পথ দেয়। ভালবাসার অবতারকে—এ ভালবাসার জগতে কেউ তো আট্‌কায় না!

[নেপথ্য হইতে গান করিতে করিতে পাখী হস্তে
প্রমোদলালের প্রবেশ।]

প্রাণ চিনিতে শিখেছি প্রেম পাঠ।
ভালবাসাবাসি নহে নাটুয়ার নাট্॥
সরল পিরীতি মেলা,
প্রাণ ধরা ধরি খেলা,
ক্ষণে ধরা—বাঁধাবাঁধি—খুলিবে না ঝাট্।
জীবনে মরণে দুঁহুঁ চলে এক বাট্॥

[গবাক্ষ হইতে লীলার নিম্নে আগমন]

লীলা। তুমি এয়েছো! শিগ্‌গির শিগ্‌গির এয়েছো—বেস্ কোরেছো। আর একটু খানিক না এলে আমি কত রাগ কোত্তেম্! কেন রাগ কোত্তেম্ জানো?

প্রমোদ। না,—কেন লীলা? কেন রাগ কোত্তে?

লীলা। রাগ কোত্তেম্ কেন—বোল্‌বো শুন্‌বে?

প্রমোদ। হ্যাঁ শুন্‌বো! বলনা লীলা?

লীলা। শুন্‌বে? সর্ব্বনাশ হোয়েছে!

প্রমোদ। সে কি ? সর্ব্বনাশ কি ? তোমার পিতার তো কোন বিপদ হয়নি ?

লীলা। না, না, সে কথা কেন ? সর্ব্বনাশ হোয়েছে কি বোল্‌বো ? তোমার সেই ভাইটী—আমায় ভালবেসে ফেলেছেন।

প্রমোদ। কি রকম ?

লীলা। সেই যে! যিনি যুদ্ধ থেকে সবে ফিরে এয়েছেন—তোমাদের বাড়ীতে এক দিন যাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে, সেই যে তোমার যমজ্ ভাই।

প্রমোদ। তা বুঝিছি! কিন্তু ভালবাসাটা কিসে বুঝ্‌লে ?

লীলা। ওমা! তা জান না বুঝি ? কাল্ যখন আমরা তোমাদের বাড়ী থেকে আসি—তখন তিনি আমার ভাই আদরের হাতে একটা মস্ত ফুলের তোড়া দিয়ে, আমায় দিতে বোলে দিয়েছিলেন। তাতেই তো বুঝ্‌তে পাল্লেম্।

প্রমোদ। ফুলের তোড়া দেওয়ায়—ভালবাসা নাও বোঝাতে পারে ?

লীলা। ওমা, শুধু ফুলের তোড়া কি ? সখিদের সঙ্গে দেখা হোয়েছিল—তারা বোল্লে একেবারে পাগল, আরও কত কি! এই দেখ না আমি আদরকে ডাক্‌চি। আদর! আদর! একবার এই দিকে আয়না ভাই!

নেপথ্যে আদর। না, আমি যাব না! অমন শুক্‌নো কথায় ডাক্‌লে আদর যায় না।

প্রমোদ। আদর! আদর! লক্ষ্মী ভাই আমার—এসো তো!

লীলা। এস তো! এস তো দাদামণি! ফুলের তোড়াটী নিয়ে এসো তো!

[আদবের তোড়া হস্তে গাইতে গাইতে প্রবেশ।]

আদর কোরে আন্‌লে আদর আপনি দেয় ধরা।
ঘরের আদর পরকে দিতে আদর দেয় ত্বরা॥

লীলা। আদর! চিঠিখানা দাওনা ভাই!

আদর। তোমায় তো দেবনা দিদিমণি! চিঠি দেব তোমার বরকে। ও বর! দিদির আর এক বরের চিঠি পড় তো ধরো।

প্রমোদ। চিঠি কি রকম?

লীলা। তা বুঝি জাননা? ফুলের তোড়ায় প্রেমেব লিপি।

প্রমোদ। সেকি লীলা? আমোদলালের যে স্ত্রী বর্ত্তমান।

লীলা। তবে আর বল্‌চি কি! তোমাদেব পুরুষ জাতই স্বতন্তর। তুমি না বোলে থাক পুরুষের প্রেম কৃত্রিম হয় না, পুরুষ শুধু রূপে ভোলে না, পুরুষ পবিত্র ভালবাসা পায়ে থেঁত্‌লায় না? এখন দেখ-শেখ, তোমাব ভাইয়ের দৃষ্টান্তে মত ফিরিয়ে নাও।

প্রমোদ। (চিঠি দেখিয়া) তাই তো! স্ত্রী সত্বে এ পরকীয়া প্রেমলালসা কেন?

লীলা। শুধু লালসা হোলেও তো বাঁচ্‌তেম্! বীর পুরুষ যে আমায় না পেলে, প্রাণ বলি দিতেও প্রস্তুত। লেখার ভঙ্গি বুঝ্‌তে পেরেছো তো।

প্রমোদ। বুঝতে পেরেছি! বুঝতে পেরেছি যে, ভায়া আমার রূপজ মোহে মুগ্ধ হোয়েছেন, এ প্রেমের ভিতর প্রাণের গন্ধ মাত্র নাই।

লীলা। তা—তো বটে; এখন তাঁকে ফেরাবার কি?

প্রমোদ। যে কোন উপায়ে হোক্, ফেরাতে হবে! ভায়ার

গায়ে আঁচও লাগ্‌বে না তুমিও আমার হাত ছাড়া হবেনা, বোয়ের চক্ষেও জল ফেল্‌তে দেব না।

লীলা। মুখে যত সহজে বোল্লে, কাজে কি তত সহজে হবে?

প্রমোদ। তুমি আমি এক থাক্‌লে এমন কি কাজ আছে, যা সহজে না সম্পাদিত হবে? তোমার প্রাণে আমার প্রাণে তো আর চোক ঠারা ঠারি নাই।

লীলা। তা কই?

[লীলার গীত।]

প্রাণে ভালবাসাবাসি বাসনা আমার
স্ববশে বিবশা বঁধু সোহাগে তোমার॥
ভাব যা—ভাবনা মোর,
দোঁহে দোঁহা ভাবে ভোর,
মিলে মিশে মিটে যায় আশা লালসার॥

আদর। যে যার আপনার আদর নিয়েই ব্যস্ত, আদরকে আর কেউ আদর করে না। আদর আর থাক্‌বে কেন? আদর তবে পালিয়ে যাক্।

[আদরের গীত।]

না পেলে আদর, আদর থাকবে কার তরে।
যার আদরে আদর, আদর চল্লো তার ঘরে।

[গাইতে গাইতে প্রস্থান]

লীলা। এই যে সখীরা সব আস্‌চে! ও সই! ভাল বাসার চাউন শিখ্‌বিতো আয়,— ভাল বাস্‌তে দেখবিতো আয়!

[অপ্সরীগণের গাইতে গাইতে প্রবেশ]

ভাল ভেবে বড় ভাল বেসেছে সখি।
ভাল বঁধু ভাল তুমি বাসতো দেখি ॥
মানে মানে ত্যজমান,
প্রাণে কর প্রাণদান,
ভাবিনীর ভাবে প্রেম ভাব নিরখি।
ভাল ভাল ভাল বঁধু বাসতো দেখি ॥

(পটক্ষেপণ)

য় অঙ্ক।

(দৃশ্য)

কাশ্মীর - আমোদলালের প্রাসাদের ছাদের উপরিভাগ।

[ললিতার প্রবেশ।]

ললিতা। (স্বগতঃ) সোণার স্বামী আমার! এত দিন প্রাণ ভোরে পূজা কোবে ছিলেম বোলে কি, আজ এই ফল দিলেন! এমন শেল বুকে মাল্লেন, যে, যার ব্যথা ইহজন্মে ভুলতে পার্‌ব না! স্বামীর চক্ষুশূল, স্বামীর তাচ্ছল্যের পাত্রী হোয়ে কেমন কোরে মর্ম্মেমর্ম্মে পুড়ে মোর্‌তে হয় তাতো আমি জানিনা

প্রভু! তাতো আমি শিখিনি! হায়! হায়! কে আমায় জানাবে! কে আমায় শেখাবে!

[প্রাসাদের অভ্যন্তর হইতে লীলার প্রবেশ।]

ললিতা। লীলা! তুমি গন্ধর্ব্ব কন্যা, আমি অভাগী মানবী! আমায় চিরদিনের জন্য কিনে রাখ, আমায় স্বামী ভিক্ষা দাও। দেখ, গর্ভে আমার স্বামীর সন্তান, তা না হ'লে, এ কথা শুনে কি আর বোন এক দণ্ডও বেঁচে থাকবার সাধ রাখতেম্? যখনি আমায় তুমি এসে, আমার এ সর্ব্বনাশের কথা দয়া কোরে শোনালে, সতী আমি বোন্! তখনি আমি এ সংসার থেকে চোলে যেতেম্। গর্ভে জীব, এখন আমায় আত্মহত্যা কোর্ত্তে দিও না। বোন্, তোমার হাতে ধরি আমায় স্বামী ভিক্ষা দাও।

[ললিতার গীত।]

আহা আমার যে বোন্ সকলি ফুরায়।
যত সাধ মনে আজ মনেতে মিলায় ॥
আপনায় দিয়ে পরে,
পরেরে আপনা কোরে,
মগ্ন প্রেম স্বপ্ন সুখে ছিনু এ ধরায়।
ভাঙ্গিল স্বপন সব ধুয়ে মুছে যায় ॥

লীলা। সতী তুমি বোন। পতিব্রতা তুমি। বীরাঙ্গনা তুমি—তোমার তেজে তাঁকে অভিভূত হতেই হবে। তোমার অগাধ বিশ্বাস আবার তুমি ফিরে পাবে—বিশ্বাস হারা হোয়ো না। আমি যা বোলেছি তা কোরো! তোমার স্বামী তোমারই বে, তোমার স্বামী তোমারই রবে! ভয় কি!

[লীলার গান করিতে করিতে শূন্যে উত্থান।

প্রেম রণে প্রাণ হারিয়ে হারাবে।
প্রাণ বঁধুয়ারে ফের পায়ে ধরাবে ॥
ম’রে বাঁচার সাধ হবে,
সাধে বিষাদ না রবে,
সুধা পিয়ো পিয়ো প্রাণ ভোরে পিয়ো,—
ফিরে নাগরচাঁদ পাবে ॥

[লীলার শূন্যে অদর্শন হওন।

ললিতা। (স্বগতঃ) ফিরে পাবার তপস্যা কি কোরেছি! ফিরে পাব কি? প্রাণ ভেঙ্গে গেলে—তা—জোড়্‌বার ওষুধ কে জানে? ভগবন্! কেউ জানে যদি আমায় জানিয়ে দিন্—আমি তাঁর চরণে ধোবে—মুখে কুটো কোরে ভিক্ষা কোরে নেব। আমার সর্ব্বস্ব ধনের যে—মন ভেঙ্গেছে প্রভু! সে মন আমায় ফিরিয়ে আন্‌তে দাও! আমার সোণার স্বামীকে আমায় ফিরে পেতে দাও!

[ললিতার গীত।]

দীননাথ! আর দিন কি পাব না?
সাধনা কামনা,
সকলই কি প্রভু ফুরায়ে যাবে?
খেলা ধুলা ফেলে,
কেঁদে যাব চোলে,
করুণা নয়নে ফিরে না চাবে?
দয়া যদি দাতা না কর দীনায়,

অনাথায় যদি নাহি রাখ পায়,
দয়া ধর্ম্ম দান তা হোলে ধরায়,
কে শিখাবে কেবা শিখিতে চাবে।
দীননাথ নামে কলঙ্ক রটিবে,
সান্ত্বনা না দিলে বেদনা পাবে॥

[অন্য পার্শ্ব হইতে আমোদলালের প্রবেশ।]

আমোদ। আঃ কাঁদ কেন? কি চাও স্পষ্ট কোরে বল!

ললিতা। কাঁদি কেন? প্রভু কাঁদি কেন তা কি জান না!

আমোদ। কি কোরে জানি, কখনতো কাঁদ্‌তে দেখিনি!

ললিতা। আর কখন তো কাঁদিনি! মাথার মণি আমার! তুমি তো আমায় কখন কাঁদ্‌বার অবসর দাওনি! চিরদিন্ ঐ বিশাল বুকে রক্ষা কোরে আজ আমায় টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিচ্চ, তাইত এ কান্নার ঢেউয়ে আমার বুক ভেসে যাচ্চে!

আমোদ। আমি ফেলে দিইনি। তোমার উপর ভাল-বাসা ফুরিয়ে গেছে কি কোরবো। প্রাণকে চোকঠেরে রেখে—লুকিয়ে লুকিয়ে পরদার পাপে মগ্ন হব—আর এ দিকে তোমার পাছু পাছু সোহাগ কোরে বেড়াব—সে ধারার নীচ প্রাণ আমার নয় ললিতা! আমি স্পষ্ট কথা কই—স্পষ্ট কাজ করি স্পষ্ট প্রাণ নিয়ে ঘর করি। এখন আমার স্পষ্ট কথা এই—তোমার কাছে প্রাণটা ছিল,—লীলা সেটা নিয়ে ফেলেছে—তার মত ও পেয়েছি—আমার স্পষ্ট প্রেম প্রার্থনায় সে প্রেমিকা স্পষ্ট উত্তর দিয়েছে—আমি স্পষ্ট ভাবে ভাল বেসেছি বুঝ্‌তে পেরে—সে আমায় স্পষ্ট ভাবে ভাল বাস্‌তে চেয়েছে—

তাই বল্‌চি, তুমি কেঁদ না—আস্তে আস্তে আমার আশাটা ত্যাগ কোরে ফেল। আমি তোমাকে ভুলে গেছি—ঠিক,ভুলে গেছি, সত্য বল্‌চি তোমার এক বিন্দুও আর আমাতে নাই।

[ললিতার মূর্চ্ছা।]

মূর্চ্ছা গেলে—গেলে—কি কোরবো! সম্মুখে একটা অপর স্ত্রীলোক মূর্চ্ছিতা হোলেও যা কোত্তেম—তাই করি—

[শুশ্রূষা করণ।]

ললিতা। (মূর্চ্ছা ভঙ্গে) নিষ্ঠুর! পাষাণ! আজ আমি অবলা ব'লে—আমার হৃদয়ে—এত বেদনা দিতে সাহস পেলে? এক দিনের একবার চাহনিতে প্রাণ দিয়েছিলমে—একটি—মুখের কথায় হাতে স্বর্গ এনে দিয়ে ছিলে—আজ সে কথা কোথায়? সেই একটি কথার ভিখারিণীকে—আজ্ তুমি এক কথায় বিসর্জ্জন দিচ্চ! দাও! নির্দ্দয়! বিসর্জ্জন দাও! প্রাণ থেকে জন্মের মত এ অভাগিনীকে মুছে ফেলে দাও!

আমোদ। তাইতো দিইচি! তবে আর বোল্‌চি কি? এ প্রাণে তোমার তো আর ঠাঁই নাই ললিতা! আমি জানি—তুমি মহা অভিমানিনী, এ অভিমানে তুমি কিছুতেই প্রাণ রাখ্‌বে না! কেমন—রাখ্‌বে কি?

ললিত। কি বল, প্রভু! ওকি বল? তোমার তাচ্ছল্য সইবো—আর হাসিমুখে এ প্রাণের ভরা বোয়ে নিয়ে বেড়াবো? এ ভরা ডুবুতে তো হিন্দুর মেয়ে কখন ডরায় না!

আমোদ। তবে মর্‌বার পণ তুমি কোরেছো? লীলাও বোলেছে,—"ললিতা এ শুনে প্রাণ রাখ্‌বে না। তার যা হয় একটা হোয়ে গেলে—তোমায় বরমাল্য দেব!" আমার স্পষ্ট

কথা ! তা মরণই যদি ঠিক্ কোরে থাক আমায় ভেঙ্গে বল—কি উপায়ে আত্মঘাতিনী হবে ? বিষে—না ছুরিকায় ? তা হোলে বল,—বিষও আছে—ছুরিকাও আছে। এই দেখ বিষ (বিষের পাত্র দর্শায়ন) এই দেখ ছুরিকা (ছুরিকা দর্শায়ন) যেটা ইচ্ছা সেইটে নিতে পার।

ললিতা। রাক্ষস ! পিশাচ ! সোরে যাও ! তুমি অধর্ম্মী কামের কৃতদাস ! পিশাচিনী তোমার যোগ্য সহচরী ! তুমি সোরে যাও ! আমায় আর ছুঁতে এস না। তোমার স্পর্শে পাষাণ হোয়ে যাবো। তোমার স্পর্শে পবন কলুষিত হোয়ে বইছে, কলুষের তাপে আমি জ্বোলে মলেম্ ! জ্বোলে মলেম্ !

আমোদ। তাতো জানি। এ সব যন্ত্রণার হাহাকার শুন্তে হবে বুঝেসুঝেই তো এ যুদ্ধে হাত দিইছি—যুদ্ধ জয়ের জন্য আমি সকলই কোত্তে পারি—সকলই সইতে পারি—সকলই কোর্‌বো—সকলই সইবো ! তুমি অন্তরায়—হয় সোরে যাবে,—নয় সেরে যাওয়াবো।

ললিতা। পাষণ্ড! নরাধম ! গর্ভে যে তোমার সন্তান রোয়েছে !

আমোদ। যোদ্ধার প্রাণ পাষাণ—সে পাষাণে অত মায়া দয়া টেনে আন্তে হোলো—যুদ্ধবিগ্রহ ছেড়ে দিয়ে, তলোয়ার ভেঙ্গে ফেলে, স্ত্রীলোকের সঙ্গে অন্তঃপুরে গিয়ে বোসে থাক্‌তে হয়।

ললিতা। ভাল পাষাণ ! ভাল, তবে দাও ! দাও, তোমার বিষ দাও ! অন্ধ তুমি—দাও বিষপাত্র তোমার চিরদাসীকে দাও ! ভালবাসার পবিত্রতাচরণে দলিত কোরে চরণের চির-দাসীকে বিষপাত্র দাও !

আমোদ। এই নাও!

ললিতা। দাও! কেঁপ না! কাঁপ কেন পাষাণ!।

আমোদ। কাঁপ্‌ছি কি? বুঝি কাঁপ্‌ছি? না;—কাঁপিনি! আর কাঁপ্‌বো না—এ লীলার দত্ত বিষপাত্র ধর! (বিষপাত্র প্রদান)

[বিষপানান্তে ললিতার গীত।]

আহা নিরদয় দয়িত তুমি চিরতরে বিদায় দিলে।
মথিয়ে মমতা মায়া রূপমোহে মোহিত হোলে ॥
গর্ভে সুসন্তান স্থান নাহি পায়,
মাতৃকারা সহ মাতা তার যায়,
জ্বলিতে না জ্বলিতে দীপ অবহেলে নিভায়ে দিলে।
খেলিতে না খেলিতে খেলা জীবলীলা হরিয়া নিলে ॥

(অবসন্ন হইয়া ঢলিয়া পড়ন)

আমোদ। মৃত্যু হোয়েছে! এ দৃশ্য আর দেখি কেন? ওপঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশে যাক্। (নেপথ্যাভিমুখে) ব্রাহ্মণগণ! যেরূপ বলা আছে যথাবিধি সৎকার করগে!

[ব্রাহ্মণদ্বয়ের ললিতাকে লইয়া প্রস্থান]

আমোদ। (স্বগতঃ) এ বাধা সহজে গেল, আর তো কোন বাধা নাই! এ বাধা শেষ হবার পরেই তো লীলার আস্‌বার কথা আছে। সে রূপেশ্বরী গন্ধর্ব্বকুমারী, সে তো মিথ্যাবাদিনী নয়। তার এক একটি কথায় অগাধ ভালবাসার পরিচয় পেয়েছি! সে দেবকন্যা! না জানি দেবকন্যায় কত ভালবাসতে পারে! এখনো আসছে না কেন? আর যে বাঁচি না! এক মুহূর্ত্তও যে আর সইছে না! প্রাণে বড় অভাব! উঃ! প্রাণে

বড় অভাব! একলা প্রাণে আর এক মুহূর্ত্তও যে থাকতে পারি না। এতো ভালবাস্‌তে জানে, এতো ভালবাসে, তবে লীলা আসে না কেন? এ সময়ে একবার আসে না কেন?

[লীলার শূন্য হইতে ক্রমে অবতরণ।]

লীলা। কি গো বীর পুরুষ! ঐ করে এক নারী হত্যা ক'রে আবার আর এক নারীর কর ধারণে—সাধ হোয়েছে নাকি? ছি ছি ছি! সরলা পতিব্রতা রমণী বধে তোমার যে সুখ—নিজের—প্রাণ বলি দিয়ে তোমার মত কাপুরুষের হাতে জীবন সমর্পণ কোরে আমিতো—সে সুখ চাহি না! নরপিশাচ! ধিক তোমায়! রাক্ষসেও যা পারে না—তা তুমি অনায়াসে কোরলে? স্বচ্ছন্দে নারীহত্যা পাতকে পাতকী হোলে? আবার সেই কলুষিত প্রাণে—আমায় পেতে সাহস কোচ্চ?

আমোদ। লীলা! ও কি কথা বল? পাগলকে আবার পাগল কর কেন? তোমার কথাতে আমি এতদূব এগিয়েছি—স্বর্গের কাছে নিয়ে এসে কি আমায় ফিরিয়ে দিতে চাও লীলা? আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না! তুমি এ ভাবে কথা কোচ্চ কেন?

লীলা। মূর্খ তুমি! যে তোমায়—সর্ব্বস্ব অর্পণ কোরে,—শুধু তোমার মুখ পানে চেয়ে জীবন ধারণ কোরে ছিলো—যার ভাল বাসার জ্যোতিতে—তোমার জীবন দিন দিন উজ্জল হ'চ্ছিলো তুমি যখন সে হেন রাজলক্ষ্মীকে—চরণে দলন ক'রলে, তখন কোন্ রমণী আর তোমার কাছে অগ্রসর হোতে পারে? কে তোমাকে দেখে হিংস্র জন্তু বোধে দূরে পলায়ন না কোরে থাক্‌তে পারে? তুমি নরাধম! আত্মকৃত পাপের ফলভোগ

কর। আমি তোমার মত নারকীয় নরের ভোগ্যা হবার জন্য জন্মাইনি। আমার আশা তুমি ত্যাগ কর—আমায় ,তুমি ইহ জন্মে পাবার ভাগ্য করনি!

আমোদ। তাই কি? তাই কি? লীলা! তাই কি? লীলা! এ কি সেই তুমি? এই যে তুমি ভালবাসার ছলা ক'রে ভুলিয়ে গেলে! এ কি সেই তুমি?

লীলা। হ্যাঁ—সেই আমি। ললিতার পাষণ্ড পতি তুমি, তোমার ঐ পাশব বক্ষে সেই দেবী প্রতিমার স্থান হোতে পারে না ভেবে, রমণী আমি—সেই অনাথিনী রমণীকে তোমার গ্রাস হ'তে রক্ষা কোরেছি। সে স্বর্গে গেছে—তুমি নরাধম নরকে যাবে।

আমোদ। উঃ! কি ভ্রম! পাষাণি! তুই যে আমার চক্ষের যবনিকা ফেলে দিলি! রূপ গর্ব্বিণি! তোর সে সুললিত বানী কোথা গেল? এ কর্কশার মূর্ত্তি তুই কোথা পেলি? পাপি-য়সি! বল্ কেন রূপের মোহে ভুলালি? সুখের সে প্রেম স্বপ্ন কেন ভাঙ্গ্‌লি? কেন আমার সর্ব্বস্ব ধন ললিতাকে ভুলিয়ে দিলি? নারীহত্যা পাপে কেন আমায় পাপী কোল্লি? কেন আমার এ বিশাল বক্ষ চূর্ণ বিচূর্ণ কোরে দিলি?

লীলা। কেন কোল্লেম? জগৎ সমক্ষে তোমার মত পিশাচ্‌কে প্রকাশ কোরে দিতে কোল্লেম্! অগাধ প্রেমশালিনী শত সহস্র কুলকামিনীকে সাবধান কোরে দিতে কোল্লেম্! ওই কলঙ্কিত কালা মুখ নিয়ে—জগৎ সমক্ষে কুষ্ঠরোগীর ন্যায় তোমায় অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করাতে কোল্লেম্।

আমোদ। কার সাধ্য? সবে না! যাতনা সবে না! ললিতার

প্রেম গেছে – প্রাণ গেছে ! আমারও প্রেম গেল প্রাণ কেন যাবে না ! ওরে পিশাচিনী তুই দেবী নোস্, সোরে যা ! উহুহুঃ ! জীবনে কখন ভুল বুঝিনি—রণে নয় – রাজ্যে নয়—পিতার মন্ত্র গৃহে নয় – কোথাও কখন ভুল বুঝিনি। কিন্তু রে পাষাণী ! তুই আমায় কি দারুণ ভুলই বুঝিয়ে ছিলি ! আমার শান্তি গেল, সুখ গেল, সর্ব্বস্ব গেল, প্রাণ কেন যাবে না ? প্রাণ যাবে ! দেরে—দে—বিষ দে, ওই বিষে প্রাণ যাবে ! ললিতা আমার যে বিষে প্রাণ দিলে– আমারও সেই বিষে প্রাণ যাবে। তুই বিষ-ময়ী ! বিকটার বেশে—বিষাক্ত হস্তে ওই বিষ আমায় দে !

লীলা। বিষ খাবে—ওই খাও ! আমি হাতে কোরে বিষ দেব না ! !

আমোদ। প্রাণে তো বিষ ঢেলে দিতে পাল্লি ? ভাল, চাইনা—নিজে খাই ! (বিষপান)

লীলা। ওই দ্যাখ ! ওই তোমার ললিতার মৃতদেহ চিতার বক্ষে জ্বলছে। নিজের বক্ষে চিতা সাজাও ! প্রাণ তোমার পুড়ে ছারখার হোয়ে যাক্। ও প্রাণহীন দেহ নিয়ে জগতের কোন উপকার হবে না।

আমোদ। ও হো হো ! সুবর্ণনলিনী আমার পুড়ে যায় ! ওরে—একা পুড়তে দেব না ! আমিও ত বিস খেয়েছি। প্রিয়তমে ! এ হতভাগ্যকে ওই জ্বলন্ত চিতায় তোমার পার্শ্বে যেতে দাও। অস্থিরমতি কামান্ধ পশুবৎ কার্য্য কোরে ভাল ফল পেলেম ! ভগবন ! পাপের উপযুক্ত ফলই পেলেম। অনুতাপের তো অবসর নাই প্রভু ! আমার সুবর্ণনলিনী যে পুড়ে যায় ! একত্রে এক চিতায় পুড়বো বোলে পণ করেছি—সে পণ আমায় রক্ষা করতে দাও !

[কাঁপিতে কাঁপিতে প্রস্থান।

(অন্যদিক হইতে প্রমোদলালের প্রবেশ)

প্রমোদ। তাইতো! গিয়ে ঝাঁপিয়ে যদি ও আগুণের কুণ্ডে পড়েন?

লীলা। না, তা পড়বেন না! অদ্দুর যেতে হবে না! সিঁড়ি দিয়ে নামতে না নামতে শুয়ে পড়বেন! সেখানে আমার দুজন গন্ধর্ব্ব আছে তুলে নিয়ে যাবে এখন।

প্রমোদ। তাইত রাত শেষ হয়—নাটক শেষ হলে যে বাচি।

লীলা। বোলে ছিলেম তো! ভোর না হোলে ফুরুবে না।

প্রমোদ। ভাল তাই যেন হলো! এখন রাত্ জাগানা সার হয়।

লীলা। তা আর হোতে হয় না! যা যা বোলেছিলেম তা তা ঠিক ঘোটেছে তো? এক ঘণ্টায় যার মন টলে—এক রাতে তার টলা মন ফিরে ও যায়। তোমাদের পুরুষ জাতের ধারা স্বতন্তর তা আর বোঝ নাকি?

প্রমোদ। ভাল বোঝা যাবে!—আগে শেষ পর্য্যন্ত বুঝিতো!

[প্রমোদলাল ও লীলার গীত]

প্রমোদ—নারী কি বুঝাতে নারে বুঝিতে নারি।
লীলা—নরে যা বুঝিতে পারে বুঝাতে পারি॥
প্রমোদ— বুঝিনা বুঝিতে পারি,
বুঝি মায়াময়ী নারী,

মহানাটকের মহা নায়িকা নারী,
মহা আঁধারের মহা দীপক নারী,
মহাসাগরের ধ্রুব তারকা নারী,
মহা প্রবাসের চির সঙ্গিনী নারী,
নর হৃদি বেদনা নিবারিণী নারী,
উজ্বলে-মধুরা ধরা ধারিণী নারী ॥

লীলা

নরে না বুঝিলে নারী,
নরে না বুঝিতে পারি,
নারী নয়নের নর আঁধার হারী,
নারী বেদনার নর নয়ন বারি
নারী জীবনের নর জীবনী ধারী,
নারী নাটকের নর নট বিহারী,
নারী প্রতিমার নর গঠনকারী,
নারী সাধনার নর—নরেরি নারী

(পটক্ষেপণ)

Acc 22636
20/7/2006

তৃতীয় অঙ্ক।

(দৃশ্য)।

সতী স্বর্গের তোরণ।

আমোদলাল নিদ্রিত। যমদূতগণ উপস্থিত।

[যমদূতগণের গীত।]

ধরার মরণ প্রাণের স্বপন, ঘুম ভেঙ্গে যায় ধরার পার।
জীব জাগো জীব জাগো বোলে ডাক্‌ছে কালে অনিবার॥
কর্ম্মফলে জন্ম ভবে হয়,
কর্ম্মে জীব জন্ম পুনলয় ;
কর্ম্মগুণে জন্ম-জয়ী জীবন্মুক্ত সবার সার॥

[গীতের মধ্যে আমোদলালের চৈতন্য]

আমোদ। (স্বগতঃ) এ কি ? এ অদ্‌ভুত মহান্ গান কে গায়! গম্ভীর গানের রোল যেন বাতাসে ভাস্‌ছে! আমি এ কোথায় ? মরণ কি হয় নি ? না মরণের পর এখানে আসে ?

[নেপথ্যে বিকট হাস্য।]

হাসে কে! হাসে ? না বিদ্রূপ করে ? এ কোথা আমি ?

যমরক্ষী। (বিকট হাস্যের সহিত অগ্রসর হইয়া) এই হেথায় তুমি! আমরা তোমায় এনেছি।

আমোদ। কে তোমরা ? কেন আমায় এনেছ ? এ কোথায় ?

যমরক্ষী। কে আমরা ? দেখে বুঝতে পাচ্ছ না ? আমরা

যমদূত। কেন তোমায় এনেছি? তুমি বিষ খেয়ে স্ত্রীর চিতায় পোড়ে পুড়ে মোরেছ মনে নেই? এ কোথা? বুঝ্‌তে পাচ্ছনা কোথা? মানুষ মরবার পর যেখানে আসে। হয় স্বর্গে নয় নরকে। তুমি এখন ও দুয়ের মাঝামাঝি জায়গায় আছ।

আমোদ। মরে গেলে দেহ থাকে না, আমার এ দেহ রয়েছে কেন?

যমরক্ষী। দেহ? এই যে আমাদেরো দেহ রয়েছে! এখানে যে আমরা যে দেহ ইচ্ছা সেই দেহ ধত্তে পারি—ধরাতে পারি! তোমায় দেহ ধরিয়ে এই সতী স্বর্গে আন্‌বার হুকুম ছিল—তাই তোমায় এনেছি। এখানকার কার্য্য সাঙ্গ হোলে, তোমার ওই জড় দেহ থেকে সূক্ষ্ম দেহটা টেনে বার কোরে নিয়ে—পত্নীহা পাপীর জন্য যে নরক আছে সেইখানে নিয়ে যাব। সে নরক কেমন জানো! এই মাত্র যে পৃথিবী ছেড়ে এলে—সেই পৃথিবীর সবগুলো সমুদ্র এক কোল্লে যত বড় হয়—তার চেয়ে শতগুণে বড় একটি অতলস্পর্শ প্রকাণ্ড গহ্বর আছে, তাতে জল নেই—আগ্নেয় পর্ব্বতের অগ্নিগর্ভের ন্যায় শুধু গলিত ধাতুস্রাব—যেন বিদ্যুৎ গলিয়ে ঢেলে দিয়েচে। বড় বড় বিরাট মেঘের মতন ধোঁয়ার রাশি ঘুর্ণি বায়ুতে ঘুর্ত্তে ঘুর্ত্তে উট্‌ছে—আর শত সহস্র ভূমিকম্পের মতন চারিদিক অনবরত কাঁপ্‌চে। আমরা সেই মহা মহা সাগরের ধারে নিয়ে গিয়ে পাপী দাঁড় করাই—আর ভিতর থেকে এক একটি বিদ্যুতের হল্‌কা উঠে এসে এক এক পাপীকে গ্রাস কোরে নিয়ে যায়। পাপী ডুবে যায়—আবার উত্তাল তরঙ্গের মুখে ফুটে ওঠে—ওপর থেকে অমনি আমাদের ডাঙসের ঘা পড়ে! পাপী আবার ডোবে—আবার ছিট্‌কে

ওঠে—আবার মারি ডাঙস—পাপী আবার ডোবে—আবার ওঠে ——

আমোদ। উঃ! আর না—আর শুন্‌তে পারি না! কি বিকট! কি বিকট!

যমরক্ষী। বিকট কার্য্য কোরেছ—জগতের বাইরে যে এক জনের কাছে—বিকট কার্য্যের বিকট বিচার আছে—বিকট পাপের বিকট ফল আছে এ কথা মনে ভাবনি কেন? পশুত্ব কোরেছ—এ নরক যন্ত্রণার পর—আবার পশুযোনিতে জন্মাতে হবে তা জানো? পশুবৃত্তির প্রলোভনে পোড়ে—তুমি আপন পর কোরেছ—পরনারীর প্রেমে মজে নিজের নারী হত্যা করেছ। স্ত্রীহত্যা পাতকীর কোটী বর্ষ নরক বাস—পরে পশু যোনীতে জন্ম—এ কথাটী যেন মনে থাকে।

[যমরক্ষীগণের গীত।]

ছি ছি ছি নরের জন্ম নরের কর্ম্ম নরের ধর্ম্ম বোঝা ভার।
লোয়ে নর প্রাণ-পুরুষে কায়ায় পুষে
কোচ্ছে সদা হাহাকার॥
কারুর হাসি কান্না কান্না হাসি,
কেউ তোষে কেউ রোষের রাশি,
স্বর্গ নরক পুণ্য পাপে কেউ বোঝে না নাই বোঝা বার॥

[গীতান্তে বিকট হাস্য।]

আমোদ। নরক যাত্রার দোসর তুমি যমদূত! বল—একি? এ তীব্র বিদ্রূপ শেল কোথা হোতে আসে? পৃথিবীর দেহতো পৃথিবীতে পুড়ে ছাই হোয়ে গেছে! তবে এ শেল বুকে বাজে কেন? নরকের অগ্নিতে যদি এ কলুষিত আত্মার পাপ প্রক্ষা-

লন কার্য্যের সমাধা হয়, নরকের নারকীয় দূত! তবে তাই হোক! পত্নীহা পাপী! মৃত্যুর পর নরকে আমার স্থান, তবে আমি এখানে কেন?

যমরক্ষী। এখানে কেন? এখানে অনুতাপের জন্য। অনু-তাপের জন্য এই সতী-স্বর্গের দ্বারে এনেছি। পতিব্রতা সতী-প্রতিমা ললিতা সতীর অনুরোধে—কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত হোয়ে তোমায় এখানে এনেছি। প্রাণের প্রাণ দিয়ে সাধনা কর। অনুতাপের অশ্রুজলে ও পাপবক্ষ প্লাবিত কোরে ফেলে—কাতর কণ্ঠে তোমার সেই জীবন মরণ সঙ্গিনীকে আরাধনা কর! একবার সে পবিত্র মূর্ত্তি দেখতে পাবে! একবার—বিদ্যুল্লতার মত তিনি তোমায় দেখা দেবেন। একবার তোমাকে তোমার জীবনের জীবন্ত ভুল দেখিয়ে দিয়ে অন্তর্হিত হবেন—তার পর তুমি পাপী নরকে যাবে! সেই নরকে যাবার সময় স্বর্গীয়া সিংহাসনারূঢ়া সতীত্বের পবিত্র প্রতিমা, একবার এক মুহূর্ত্তের জন্যে যদি দেখে যেতে পার, তা হোলেও তোমার কথঞ্চিত মঙ্গল হোতে পারে!

আমোদ। কোথা? কোথা? পাব কি? একবার আর তাঁকে দেখতে পাব কি? ওহো হো! পাব কি? বড় অপরাধী যে আমি! বড় মহাপাতকী যে আমি! বড় দাগা দিয়েছি যে আমি! ওহো পাব কি? বড় দাগা দিয়ে—বড় দাগা নিয়ে প্রাণ দিয়েছি—প্রাণ দিয়ে তাঁকে পাব কি?

যমরক্ষী। পাবে! পাবে! প্রাণ ঢেলে পূজা কর, এক-বার দেখা পাবে—একবার দেখা পাবে বোলেই তো তোমাকে এখানে এনেছি।

আমোদ। তবে ডাকি ! প্রাণ ভোরে ডাকি ! ভাই যমদূত ! জগতের জীবন গেছে—সংসারের মোহের আঁধার ঘুচেছে—এখন একবার ভক্তির সাহসে ভর কোরে এই পবিত্র আলোকে আমার পবিত্রা পতিরতাকে প্রাণ ভোরে ডাকি !

[আমোদলালের নত জানু হইয়া উপবেশন।]

পতিত এ পাতকী ডাকে।
পতিরতা পুণ্যবতী সতী-পতি বিপাকে ॥
পাপে তপ্ত চিত কায়
অনুতাপে না জুড়ায়,
পরিতপ্ত প্রাণারাম তোয আসি আশাকে।
প্রাণ নিছি প্রাণ দিছি আমা ভেবে তোমাকে।
(প্রিয়ে) পতিত এ পাতকী ডাকে ॥

[অলক্ষিত ভাবে অপ্সরীগণের গীত।]

ছি ছি কি লাজের কথা লাজের মাথা খেয়েছো।
পায়ে দোলে কাল্ সোনার কমল
আজ পেতে সাধ কোত্তেছো ॥

আমোদ। কোথায় ললিতা ? এ তীব্র ব্যঙ্গস্বরে কারা আমার এ শেষ আশায় নৈরাশ করার কল্পনা কোচ্ছে ?

যমরক্ষী। জান না ! ওরা দেবকন্যা, সতী রাজ্ঞী ললিতা দেবীর সহচরী।

আমোদ। সহচরী যদি—তবে আমায় দেখা দেন না কেন ? আমি ওঁদের চরণে ধোরে এক মুহূর্ত্তের তরে—আমার সতী প্রতিমার দর্শন ভিক্ষা কোরে নেব।

[অপ্সরীগণের গাইতে গাইতে প্রকাশিত হওন।]

অপ্সরীগণ—নিলাজ বঁধু হে—

যদি চাইতে পার চেয়ে দেখ সতী এলো ওই।
ও চোখে চাহনি নাই—
প্রাণের চাহনি চাই—
চোখের দেখায় আশ মেটে না প্রাণের দ্যাখা বই॥
নিলাজ বঁধু হে—
যদি চাইতে পার চেয়ে দেখ সতী এলো ওই॥

[জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনোপরি জ্যোতির্ম্ময়ী ললিতার আবির্ভাব।]

আমোদ। ওই যে! ওই যে আমার ললিতা! ললিতা, আমায় ক্ষমা কর! ললিতা, তোমার এই পাতকী স্বামীকে মুক্ত কোরে দাও।

[জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির অদৃশ্য হওন।

কই—কোথা গেল! সে উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়ী কোথা লুকালো? ওহো! একবার প্রাণ ভোরে দেখ্‌তে পেলেম না যে!

যমরক্ষী। আর দেখতে পাবে না! চল তোমার ও শূন্যের কায়া শূন্যে মিশিয়ে দিয়ে সূক্ষ্মদেহ নিয়ে চলে যাই।

আমোদ। আর একবার দেখবো! সে জ্যোতির্ম্ময়ীকে আর একবার দেখবো। একবার অনুতাপ অশ্রুজল দিয়ে—সে সতী স্ত্রীর দুটী চরণ ধুইয়ে দেব। দেবকন্যাগণ! পায়ে ধরি—আর একবার আমায় দেখাও।

১মা অপ্সরী। তিনি বোল্‌ছেন—মরবার পূর্ব্বে—তিনি দুটী প্রতিজ্ঞা কোরেছিলেন সে প্রতিজ্ঞা তাঁর যদি রক্ষা হয় তা হোলে তিনি দেখা দিতে পারেন।

আমোদ। কি প্রতিজ্ঞা? কৈ তিনি? কই তিনি বোল্‌-ছেন? একবার আমায় দেখাও! কই তিনি?

১মা অপ্সরী। এই যে তিনি! এই যে তিনি আমাদের পাশে রোয়েছেন! আমরা সকলে দেখতে পাচ্ছি। প্রতিজ্ঞা রক্ষা হোলে— আপনিও দেখা পাবেন।

আমোদ। কি প্রতিজ্ঞা? এখনি রক্ষা হবে! বলুন— জগতে যত রকমের প্রতিজ্ঞা আছে—যদি সব প্রতিজ্ঞা রক্ষা কোর্ত্তে হয়—তাঁর একবার দর্শনের ভিখারী—তা এখনি কোত্তে প্রস্তুত আছে।

১মা অপ্সরী। (রক্ষিদিগের প্রতি) তোমরা একবার সোরে যাও তো!

[যমদূতগণের প্রস্থান।

১মা অপ্সরী। ইনি বোলছেন—প্রতিজ্ঞা রক্ষা হোলে—আপনি একবার দর্শন কেন—চিরকাল দর্শন পাবেন। নরকের পথ রুদ্ধ হবে।

আমোদ। কি প্রতিজ্ঞা বলুন?

১মা অপ্সরা। প্রথম প্রতিজ্ঞা, এ মিলনের পর চিরদিন আপনাকে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌তে হবে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও কাছ ছাড়া হোতে পার্‌বেন না।

আমোদ। প্রতিজ্ঞা অবনত মস্তকে রক্ষা কোর্‌বো!

১মা অপ্সরী। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা, পৃথিবীতে এক দিন একবার মাত্র চেয়ে, যে চক্ষের দোষে সতী নারীকে বিসর্জ্জন দিয়ে, পরনারীতে আসক্ত হোয়ে ছিলেন, এইখানে আজ্‌ সেই চক্ষু নিজের হাতে তুলে ছিঁড়ে ফেলে দিতে হবে। এ যদি পারেন

তা হোলে এই সতী-স্বর্গে চিরকাল তাঁর সঙ্গে একত্র থাক্‌তে পার্‌বেন।

আমোদ। পাপ চক্ষুই আমার সর্ব্বনাশের মূল! এ চক্ষু উৎপাটন কোল্লে যদি পাতক যায়—মহাপাতকের হাত হোতে যদি নিস্তার পাই, আব সেই পতিব্রতার বক্ষে যে শেল মেরেছি সে শেল যদি তুলে নিতে পারি, তা হোলে আর বিলম্ব কি? পতিব্রতা সতী ললিতা! একবার দেখা দাও! তোমার পবিত্র মূর্ত্তি আর একবার মাত্র দেখে নিয়ে তোমার সতী প্রতিজ্ঞা রক্ষা কোর্‌বো! দয়াবতী একবার দেখা দাও!

১মা অপ্সরী। চক্ষে আর দেখা পাবেন না! প্রাণে দেখা পাবেন।

আমোদ। ভাল তাই হোক্‌! এ কলঙ্কের চক্ষু কলঃ ক্ষালনে অর্পিত হোক্‌। যে মহাদেবীর অবমাননা করিছি-সেই মহাদেবীর চরণের তলে এ উৎপাটিত চক্ষু দলিত হোক্‌

যে ভুল চাহনি চাহি যে আঁখি মজিল,
হায় মজালে আমায়।
সে ভুল চাহিতে আর চাহি না—সে আঁখি,
আজ উপাড়ি হেলায়॥

(চক্ষু উৎপাটনের উদ্‌যোগ)

[ললিতার প্রবেশ ও আমোদলালের হস্ত ধারণ করিয়া গীত।]

যে ভুল বুঝিয়ে ভুলে পায়ে ঠেলে ছিলে হায়,
অকালে আমায়।
সে ভুল ভুলিয়ে গেছি চেয়ে আছি আগের সে,
চাহনি আশায়।

যে তাপ দিয়েছ প্রাণে যে পাপ কোরেছ
পর প্রেম লালসায়।
সে তাপ গিয়েছে প্রাণে সে পাপ ধুয়েছো
অনুতাপের সেবায়।

[অপ্সরীগণের নৃত্য ও গীত।]

ভাল চাওতো হে নাগর, বড় চাইছে নাগরী।
ফিরে চাও চাও ফিরে চাউনি নিতে চাও সোহাগ করি।
ভুরু ধনুতে দিয়ে টান, হান বাঁকা নয়ন বাণ,
ফিরে বাণ মেরে বাণ বুক পেতে নাও চাও ত্বরা ত্বরি॥

ললিতা। দেখ! চারি চক্ষের আর দুই মুখের একত্র মিলনে প্রাণের পুনর্ম্মিলন তো হোলো! তোমার এ আদরিণী অভিমানিনীর মান তো রক্ষা কোল্লে। হৃদয়ের জ্বলন্ত আগুন নিভিয়ে দিলে। আর যে কখন জ্বালাবে না তাও প্রতিজ্ঞা কোল্লে। তুমি বীরপুরুষ, তোমার প্রতিজ্ঞা অটল। তুমি আমার দেবতা। দেবতার মত কার্য্য কোর্‌বে এ বুঝ্‌তে পাল্লেম্। এখন একটী কথা বলি শোন।

আমোদ। কি বোল্‌বে ললিতা বল! তুমি যা বোল্‌বে তাই শুন্‌বো।

[নেপথ্যে লীলা ও প্রমোদলালের গীত।]

জনমে প্রেম মরণে প্রেম প্রেম চরমে সাথি।
পরম পুরুষ প্রকৃতি প্রীতি প্রেম বিমল ভাতি॥

[গাইতে গাইতে একান্তে প্রবেশ।]

আমোদ। কে গান গায়?

ললিতা। ঐ কথাই বোল্‌ছিলেম, ও লীলা আর প্রমোদলাল।

আমোদ। সেকি ? লীলা প্রমোদ কি কোরে এলো ?

ললিতা। তাই বোল্‌ছিলেম্, আজ্ ওই লীলার গুণেই তোমায় ফিরে পেলেম। এ স্বর্গ নয়, লীলার লীলা-নিকেতন। আমাদের বিষপানেও মৃত্যু হয়নি ! সে বিষ নয়, লীলার প্রদত্ত ঔষধ। সে ঔষধের গুণ চার্ পাচ দণ্ড মৃতবৎ অচেতন কোরে রাখে।

আমোদ। সে কি ললিতা, তোমায় যে চিতায় পুড়্‌তে দেখেছি।

ললিতা। সে শুধু কাঠের চিতা, তোমায় দেখাবার জন্য কোরেছিল।

আমোদ। ওঃ। এতক্ষণে বুঝ্‌তে পাল্লেম্। ললিতা ! তুমি লীলাকে ডাক ! আমি ও বুদ্ধিমতীকে ধন্যবাদ দিই ! আমার মহা মোহের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়েছে। ও সাধ্বী পতিসুখে চিরসুখিনী হবে। প্রমোদলাল ! তোমার সুপবিত্রা প্রেমিকার সঙ্গে একবার এদিকে এস।

[লীলা ও প্রমোদলালের অগ্রসর হওন]

আমোদ। লীলা ! আমায় আজ মহা বিপদ হ'তে উদ্ধার কোল্লে—এ কৃতজ্ঞতা ইহ জন্মে ভুল্‌ব না।

লীলা। তা ভুলুন আর না ভুলুন, এক ফুলের তোড়া দিয়ে কাল সন্ধ্যার সময় ভালবেসেছিলেন—এখন এই আর এক ফুলের তোড়া নিয়ে এই ভোরের সময় আপনার ভালবাসা ফিরিয়ে নিন্ (ফুলের তোড়া দেওন) আমি যাঁর তাঁর হই—আপনি যাঁর তাঁরই থাকুন।

[লীলার গীত।]

তুমি যাঁর তাঁরি থাক আমার আমায় নিতে দাও।
চিনিয়ে দিছি, চিনে নিছি সখা, আমি নিই তুমি নাও ॥
তোমরা ফুটে থাক দুটী ফুল,
আমরা দেখে শিখে সাধে ফুটে উঠি দুটী নবীন মুকুল ;
আমি আমার পানে চাই—তুমি তোমার পানে চাও ॥

প্রমোদ। যে যার সে তার তো হোলো! এখন আমাদের আদর না হোলে তো আমোদের ঢেউ ওঠে না!

[ফুলের তোড়ার মধ্য হইতে আদরের উত্থান ও গীত।]

অনাদরের আদর—আদর পায় না অনাদর।
ধর ধর ধর আদর ধর, ফের ফিরিয়ে দাও আদর ॥

[সকলের গীত।]

আমোদ ও প্রমোদ।—
কাম-কামনা পর-প্রেমলালসা মোহ টুটিল রে!
লীলা ও ললিতা।—
প্রেম-নায়কে পুন প্রেম-নায়িকা প্রাণ সঁপিল রে।
অপ্সরীগণ—
ভাল মিলিল রে।
পুন হারান প্রাণে প্রাণ ফিরিল রে ॥
রূপ—মোহিল দহিল মহাপ্রাণী,
গুণ—সে দাহ জুড়াল প্রেম অমৃত দানি,
রূপ গরিমা গেল, গুণ মহিমা হোল,
পিরীতে প্রিয়া প্রিয় পূজিল রে ;
ভাল মিলিল রে ॥

যবনিকা পতন।

THE BAGHBAZAR READING LIBRARY ESTD. 1883